পলিসি ব্রিফ
#১৫৬/২০২৬
জুলাই ২০২৬

Human Rights Forum Bangladesh
HRFB

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

''জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬ (খসড়া)''-এর ওপর হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর পর্যালোচনা ও সুপারিশ

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি হওয়া ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশকৃত ৯৭টি হুবহু এবং ১৩টি অধ্যাদেশ সংশোধনীসহ আইনে পরিণত করা হয়েছে, যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন এবং গুম প্রতিরোধসহ জনগুরুত্বপূর্ণ ১৬টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না করে পরবর্তী সময়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন করে প্রণয়ন এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপনসহ মোট সাতটি অধ্যাদেশ রহিত করার সুপারিশ করা হয়।

সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল, মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হবে। সংসদে "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫" পাশ না করার কারণ হিসেবে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, অধ্যাদেশে কিছু অস্পষ্টতা আছে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে নতুনভাবে আইনটি প্রণয়ন করা হবে। যার ধারাবাহিকতায় সরকার ১৭ মে ২০২৬ "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬"-এর খসড়া প্রণয়ন করে এবং আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। খসড়াটিতে কয়েকটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে উন্নততর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু খসড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০২৬-এ মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর তুলনায় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা সরকারি প্রভাবমুক্ত একটি প্রকৃত স্বাধীন ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল লালিত জনপ্রত্যাশার পরিপন্থি। একইভাবে প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস (জিএএনএইচআরআই) থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের "এ" স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। খসড়া আইনটির যে সব ধারা স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক ও কমিশনের স্বকীয়তা বিনষ্টের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, নিম্নে সে বিষয়ক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি যথাযথ গুরুত্বসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সংশোধনের জন্য হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সুপারিশসমূহ উল্লেখ করা হলো-

স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা (ধারা ৩)

পর্যবেক্ষণ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর এই সংশ্লিষ্ট ধারা থেকে "কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হইবে যাহা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীনে হইবে না" বাক্যাংশটি খসড়া আইন থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক কমিশনকে করায়ত্তের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা প্যারিস নীতিমালার 'একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন এবং স্বাধীনভাবে এর দায়িত্ব পালন করার' নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুপারিশ-১

খসড়া আইনের ধারা ৩(২)-এ "কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হবে, যা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন থাকবে না"-এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের এখতিয়ার (ধারা ৪)

পর্যবেক্ষণ

২০২৫ সালের অধ্যাদেশে ঢাকায় কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় এবং কমিশনের প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপনের এখতিয়ার প্রদান করা হলেও, খসড়া আইনে ঢাকার বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা যুক্ত করা হয়েছে।

সুপারিশ-২

খসড়া আইনের ধারা ৪-এ "কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হবে এবং প্রতি বিভাগে এর বিভাগীয় কার্যালয় থাকবে এবং কমিশন প্রয়োজনে, জেলা, উপজেলা ও ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় অন্য যে কোনো স্থানে কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে"-এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে এবং কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা বাতিল করে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সুসংহত করতে হবে।

কমিশন গঠনে বহুত্ববাদী প্রতিনিধিত্ব (ধারা ৫)

পর্যবেক্ষণ

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে এক জন "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর" বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমপক্ষে দুইজন নারী কমিশনার রাখার বাধ্যবাধকতা থাকলেও খসড়া আইনে কমিশনার হিসেবে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং নারীদের অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। একইসঙ্গে, নারীদের অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতার যে বিধান রাখা হয়েছিলো, তার পরিবর্তে "যোগ্য প্রার্থী" প্রাপ্তির শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা কমিশনকে "পুরুষতান্ত্রিক" ও "সংখ্যাগরিষ্ঠতান্ত্রিক" প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

- প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠনে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারে সম্পৃক্ত (নাগরিক সমাজের) সামাজিক শক্তিগুলোর বহুত্ববাদী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের নীতির সঙ্গে এই ধারা সাংঘর্ষিক।

সুপারিশ-৩

খসড়া আইনের ধারা ৫–এ কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে একজন "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর" বা প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমিশনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে কমপক্ষে দুইজন নারী কমিশনার রাখার সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (ধারা ৬)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে একজন সরকারি কর্মচারীকে স্বীয় পদে চাকরিরত থাকা অবস্থায় ছুটি নিয়ে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তরায় এবং প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

- এ ছাড়া এই ধারায় 'কমিশনার নিয়োগে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে পেশাগত জীবনে দলনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার রক্ষা, সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে।

- প্রস্তাবিত আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের বয়সসীমা উল্লেখ করা হয়নি।

সুপারিশ-৪

খসড়া আইনে [ধারা ৬(৩) (গ)] উল্লিখিত একজন সরকারি কর্মচারীকে স্বীয় পদে চাকরিরত থাকা অবস্থায় ছুটি নিয়ে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সংবলিত বিধান বাতিল এবং একইসঙ্গে কমিশনার নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে "পেশাগত জীবনে দলনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার রক্ষা, সততা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে"–এমন ধারা যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-৫

কমিশনারদের বয়সসীমা সর্বনিম্ন ৩৫ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ বছর করতে হবে।

কমিশনার নিয়োগ বাছাই কমিটি গঠন (ধারা ৭)

পর্যবেক্ষণ

খসড়া আইনে কমিশনার নিয়োগ বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে স্পীকার, দুইজন মন্ত্রী, একজন সরকারি দলের সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি দলের তথা নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য বা প্রভাব প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ, কমিশনের নিয়োগ-প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়া ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

সুপারিশ-৬

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুসারে বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে "প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারক (যিনি বাছাই কমিটির সভাপতি), সরকারি দল ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের দুই জন সংসদ সদস্য; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ও মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অধ্যাপক; জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তদকর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নাগরিক প্রতিনিধি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে এমন ফোরাম বা সংস্থা বা প্লাটফরমের নিকট থেকে সম্ভাব্য সদস্যদের তালিকা আহ্বান করবেন।

সুপারিশ-৭

নিয়োগ-প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিতে ধারা ৭ (১)-এ উল্লিখিত বাছাই কমিটির সদস্যের ক্ষেত্রে "দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত" শব্দগুলো যুক্ত করতে হবে।

চেয়ারপার্সন ও কমিশনার বাছাই-প্রক্রিয়া (ধারা ৮)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ে নির্ধারিত নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার বিধান যুক্ত করা হয়নি।
- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে থাকা বাছাই কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার বিধানটি নতুন খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশ-৮

খসড়া আইনের ধারা ৮-এ স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা বিষয়ক এই উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-৯

বাছাই কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের অপসারণ (ধারা ৯)

পর্যবেক্ষণ

খসড়া আইনে বলা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ব্যতীত চেয়ারপার্সন বা কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না এবং সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি প্রণয়ন করবে। তবে খসড়ায় কী কারণে তাদের অপসারণ করা হবে, কোন পদ্ধতিতে তদন্ত করা হবে, তা সুস্পষ্ট করা হয়নি।

সুপারিশ-১০

খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের অপসারনের পদ্ধতি আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। একইসঙ্গে, কমিশনের চেয়ারপার্সন কিংবা কমিশনারগণকে অপসারণের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কারণ সুস্পষ্ট করতে হবে এবং তদন্ত পদ্ধতি ও তদন্ত কর্তৃপক্ষও সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

কমিশনের কার্যাবলী: অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্তের ক্ষমতা (ধারা ১৩)

পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও নজরদারি সংস্থা এবং সামরিক বাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন স্থানসমূহের নিয়মিত অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা, এ সকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা ইত্যাদি বিষয় খসড়া আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-১১

খসড়া আইনের ধারা ১৩-তে "সকল আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও নজরদারি সংস্থা এবং সামরিক বাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন স্থানসমূহের নিয়মিত অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা এবং এ সকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে, তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের নিকট সুপারিশ করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কার্যাবলী (ধারা ১৩)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিশনের সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, যেমন– বিভিন্ন অংশীজনের (নাগরিক সমাজ বা এনজিওর) সঙ্গে সম্পৃক্ততা, জনসচেতনতা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- এ ছাড়া অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ (ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তি, জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ নারী, হিজড়া, শিশু, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও এর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনো কাঠামোগত ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

- খসড়া আইনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিশনের সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, যেমন– বিভিন্ন অংশীজনের (নাগরিক সমাজ বা এনজিওর) সঙ্গে সম্পৃক্ততা, জনসচেতনতা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- এ ছাড়া অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ (ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তি, জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ নারী, হিজড়া, শিশু, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও এর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনো কাঠামোগত ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

সুপারিশ-১২

খসড়া আইনের কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে (ধারা ১৩) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যুক্ত করতে হবে–

১২.১ মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত নাগরিক সমাজ বা এনজিও–এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং মানবাধিকারের উন্নয়নে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১২.২ মানবাধিকার রক্ষা-সম্পর্কিত শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

১২.৩ মানবাধিকারের বিষয়ে প্রচারণা করা;

১২.৪ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান ও নিয়মের সঙ্গে সংবিধান বা আপাতঃ বলবৎ কোনো আইন বা প্রস্তাবিত নতুন আইন পর্যালোচনা করা এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো বিধান থাকলে, তা সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা (যেমন– উত্তরাধিকার আইন, ভোটার বা জাতীয় পরিচয়পত্রে হিজড়া ও জেন্ডার বৈচিত্রসহ লিঙ্গ পরিচয়ের আইনি স্বীকৃতি প্রদান করা);

১২.৫ অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ (ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তি, জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ নারী, হিজড়া, শিশু, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি) জনগোষ্ঠীর মানুষের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা, তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও এর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা;

১২.৬ মানবাধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস) সুরক্ষা প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে নাগরিকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা; একইসঙ্গে মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনের পরামর্শ গ্রহণ করা;

১২.৭ খসড়া আইনের কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে থেকে কমিশনকে নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভজনক কোনো ব্যবসা হতে আয় করার অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় ধারা [ধারা ১৩ (ট)] বাদ দিতে হবে।

অভিযোগ গ্রহণ (ধারা ১৫)

পর্যবেক্ষণ

খসড়া আইনে নারী, শিশু, হিজড়া, জেন্ডার বৈচিত্র্য, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায়, তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ সহজীকরণে কোনো বিশেষ বিধান রাখা হয়নি।

সুপারিশ-১৩

ঝুঁকি, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নারী, শিশু, হিজড়া, জেন্ডার বৈচিত্র, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত ও প্রতিকারে বিশেষ বা পৃথক "সেল" গঠন করার বিধান যুক্ত করতে হবে। সেইসঙ্গে, দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় "মোবাইল টিম" প্রেরণের বিধান যুক্ত করতে হবে।

অভিযোগ তদন্ত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের এখতিয়ার (ধারা ১৬)

পর্যবেক্ষণ

২০২৫ সালের অধ্যাদেশে "অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে তাকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমতে, কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না" এমন বিধান থাকলেও ২০২৬ সালের খসড়া আইনে এ বিষয়ক সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই।

সুপারিশ-১৪

খসড়া আইনের ধারা ১৬-তে "অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে তাকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমতে, কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আমলে নেওয়া (ধারা ১৬)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে কোনো অভিযোগ দায়ের বা তথ্য প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার "স্বীয় বিবেচনায়" উক্ত অভিযোগ আমলে নেওয়ার উপযুক্ত মনে করলে, একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান যুক্ত করার ফলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো অভিযোগকে আমলে নেওয়া বা না নেওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।
- গণমাধ্যম বা অন্য উৎসে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে আমলে নেওয়া এবং কমিশন বিষয়টি আমলে না নিলে করণীয় কী, তা এই ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি।

সুপারিশ-১৫

খসড়া আইনের ধারা ১৬-তে "কোনো অভিযোগ দায়ের অথবা তথ্য প্রাপ্ত হলে অথবা গণমাধ্যমসহ অন্য যে কোনো মাধ্যম হতে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার নিজে বা একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার মাধ্যমে অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে"–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-১৬

"গণমাধ্যম বা অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হলে এবং কমিশন বিষয়টি আমলে না নিলে, তার কারণ লিপিবদ্ধ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে"–এরূপ সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি (ধারা ১৭)

পর্যবেক্ষণ

খসড়া আইনের ধারা ১৭ (৭)-এ বলা হয়েছে "কমিশনের কোনো প্রতিবেদন কোনো আদালত বা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইলে উক্ত আদালত বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন অনুসরণপূর্বক উপযুক্ত কার্যধারা গ্রহণ করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের প্রতিবেদন উক্ত কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং সাক্ষ্য আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উক্ত প্রতিবেদন প্রমাণ করিবার জন্য কোনো কমিশনার বা তাহার কোনো প্রতিনিধিকে আদালতে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না।" এর মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে আদালতে গৃহীত কমিশনের প্রতিবেদনকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের চ্যালেঞ্জ করে পুনঃপরীক্ষা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে।

সুপারিশ-১৭

খসড়া আইনের ধারা ১৭(৭)-তে "উক্ত প্রতিবেদন প্রমাণ করার জন্য কোনো কমিশনার বা তার কোনো প্রতিনিধিকে আদালতে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না, তবে কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা তার প্রতিনিধিকে আদালতে পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করতে পারবে"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা নির্ধারণের প্রবিধান জারির এখতিয়ার (ধারা ১৮)

পর্যবেক্ষণ

খসড়া আইনে অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, যা কমিশনের স্বাধীনতা খর্ব করার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

সুপারিশ-১৮

খসড়া আইনের ধারা ১৮(৩)–এ মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে "সরকারের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা" সংবলিত বিধান বাতিল করতে হবে।

শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তের এখতিয়ার (ধারা ২০)

পর্যবেক্ষণ

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত শৃঙ্খলা বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন অনুসন্ধান ও তদন্ত করা এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষে শাস্তির পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বা প্রশাসনিক আদেশ, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা বাদ দেওয়া হয়েছে।
- খসড়া আইনে শৃঙ্খলা-বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের এখতিয়ার সংকুচিত করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকারের নিকট হতে প্রতিবেদন চাওয়া এবং উক্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।
- এই ধারাটি মূলত ২০০৯ সালের আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার হুবহু প্রতিস্থাপন, যা প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

সুপারিশ-১৯

খসড়া আইনের ধারা ২০ বাতিল করে কমিশনকে "শৃঙ্খলা বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষে শাস্তির পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বা প্রশাসনিক আদেশ, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান" করার ক্ষমতা সংবলিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন (ধারা ২৬)

পর্যবেক্ষণ

জনপ্রতিনিধি স্তরে মানবাধিকার-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সংসদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি খসড়া আইনে যুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-২০

কমিশনের জবাবদিহি ও অধিকতর কার্যকরতা নিশ্চিতে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের স্পীকারের মাধ্যমে সরাসরি সংসদে উপস্থাপনের জন্য সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্পীকার মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তা সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেইসঙ্গে, প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং কমিশনের পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক মতবিনিময় সভার পাশাপাশি গণশুনানী আয়োজনের বিধান যুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ (ধারা ৩১)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে কমিশনের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে এবং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, কমিশনের মোট জনবলের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে, কমিশনে প্রেষণে নিয়োগের বিধান যুক্ত করার ফলে কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রভাবমুক্ত বা সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে, যা প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

- কমিশনের এই ধরনের পদে নিয়োগ-প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে, এমন বিধান খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-২১

খসড়া আইনের ধারা ৩১-এ "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ১০ শতাংশ হবে এবং এক্ষেত্রে কী কারণে কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ করতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারীরকে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের দ্বিমত থাকলে কমিশন এ ধরনের নিয়োগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে এবং এই ধরনের পদে নিয়োগ-প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে"- এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ গঠন (ধারা ৩৪)

পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনের ধারা ৩৪ (১)-এ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর আচরণ এবং দণ্ডবিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল (Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের চেয়ারপার্সন (যিনি উক্ত বিভাগের প্রধান হবেন), কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন কমিশনার এবং কারাবন্দি বা স্বাধীনতা বঞ্চিতদের অধিকার ও কল্যাণ-সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ একজন মানবাধিকার কর্মীর সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে এই বিভাগে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং একজন কমিশনারকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিভাগের স্বকীয়তা ও স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হতে পারে।

সুপারিশ-২২

খসড়া আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে উক্ত বিভাগের সদস্য হিসেবে কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন কমিশনারের পরিবর্তে মানবাধিকার, আইন, ফরেনসিক মেডিসিন, মনোবিজ্ঞান বা মানসিক স্বাস্থ্য, জেন্ডার, বা আটক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান যুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে, এই বিভাগের সদস্য হিসেবে জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মানবাধিকার কমিশন তহবিল (ধারা ৩৫)

পর্যবেক্ষণ

ধারা ৩৫(৪) এর দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)–এ উল্লেখিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণের অস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিধানের ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ থাকার পরেও কমিশনের ওপর তহবিল সংগ্রহের মতো অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশ-২৩

কমিশনের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট "অন্য কোনো" অস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিধান বাতিল করতে হবে।

কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা (ধারা ৩৬)

পর্যবেক্ষণ

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে বার্ষিক বরাদ্দ নির্ধারণের আগে সরকারকে কমিশন প্রদত্ত নিজস্ব বাজেট প্রস্তাব প্রদান এবং সরকারকে তা বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও, খসড়া আইনে কমিশনের বাজেট একতরফাভাবে সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে।

- নির্বাহী হস্তক্ষেপ থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কমিশনারগণের প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে পরিশোধের বিধান থাকলেও খসড়া আইনে তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। খসড়া আইনে এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগত সুরক্ষাব্যবস্থা না রেখে বাজেটের পরিমাণ এবং কমিশনারদের পারিশ্রমিক উভয়ের ওপরই নির্বাহী বিভাগের পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

সুপারিশ-২৪

খসড়া আইনের ধারা ৩৬(১) সংশোধন করে "সরকার প্রতি অর্থবছরে কমিশনের ব্যয়ের জন্য কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব তার অনুকূলে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হবে না।"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-২৫

খসড়া আইনে কমিশনের ওপর নির্বাহী হস্তক্ষেপ থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের ন্যায় "সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কমিশনারগণের প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে পরিশোধের"–বিধান যুক্ত করতে হবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা (ধারা ৪০)

পর্যবেক্ষণ

খসড়া আইনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কমিশনের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক কমিশনের ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুপারিশ-২৬

খসড়া আইনে কমিশনের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার জন্য খসড়া আইনের ধারা ৪০ সংশোধন করে "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, কমিশন তার কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবে"–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে।

পরিশেষে, বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার করেছে, আলোচ্য খসড়াটি চূড়ান্ত আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে–আমরা তার প্রতিফলন দেখতে চাই। একইসঙ্গে, সরকারসহ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে দেশবাসী, বিশেষ করে আপনাদের দলের নেতাকর্মীগণ যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, ভবিষ্যতে সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রোধে আপনাদের কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই। তাই বিগতসময়ের অভিজ্ঞতা ও ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী আলোচ্য খসড়াটির যে সকল বিতর্কিত ধারাসমূহের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে একটি কার্যকর ও স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠায় সরকারসহ সকল পক্ষ আন্তরিক হবে–এই প্রত্যাশা করছি।

[১] হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)–এর সদস্য সংস্থাসমূহ: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ASK); অ্যাসিড সারভাইর্ভাস ফাউন্ডেশন (ASF); বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST); বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (BMP); অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ALRD); নিজেরা করি; নাগরিক উদ্যোগ; মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (MSF); বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; কাপেং ফাউন্ডেশন; ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (BTS); বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (BILS); কর্মজীবী নারী; বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (BDERM); বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (BSWS); স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি); মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF); নারীপক্ষ; ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ডিজ্যাবলড পিপলস অর্গানাইজেশন (NADPO); ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন ফর ইন্টিগ্রেটেড রিভোলিউশন (ফেয়ার); আইন ও সালিশ কেন্দ্র ফোরামটির সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

[২] বিস্তারিত জানতে দেখুন বিএনপি, 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৬', পৃষ্ঠা ১০, https://www.bnpbd.org/manifesto

[৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, দ্য প্যারিস প্রিন্সিপাল, https://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/about_us/The%20Paris%20Principles.pdf

[৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস, https://ganhri.org/paris-principles/

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) সচিবালয়

আইন ও শালিস কেন্দ্র (ASK)
২/১৬, ব্লক-বি, লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৭১৪-০২৫০৬৯, ০১৭২৪-৪১৫৬৭৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি-৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
মোবাইল: ০১৭১৩-১০৭৮৬৮
info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org
TIBangladesh